গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.nbr.gov.bd

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ২৭ মার্চ ২০১৬ খ্রি.

যমুনা গ্রুপের ভ্যাট ফাঁকি মামলায় ৭০০ কোটি টাকা আদায় করবে এনবিআর

এনবিআর যমুনা গ্রুপের এ্যারোমেটিক কসমেটিক্সের কাছে ভ্যাট ফাঁকি দেয়ায় প্রায় ৭০০ কোটি টাকা আদায় করবে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের আপিল ডিভিশনে নিষ্পত্তিকৃত দুটো রিট মামলার সুত্রে লিভ-টু-আপিল পিটিশনের নিষ্পত্তি সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে। গত ১৬ ই মার্চ ২০১৬ এই নিষ্পত্তি হয়।

১৯৯৬ থেকে ২০০০ পর্যন্ত গাজীপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত যমুনা গ্রুপের এ্যারোমেটিক কসমেটিক্স ভ্যাট ও সম্পুরক কর ফাঁকি দেয়ায় দুটো দাবিনামা জারি করে ঢাকা উত্তর ভ্যাট কমিশনারেট। ভ্যাট আইনে শোকজ ও শুনানি শেষে ভ্যাট ফাঁকি ও অর্থদন্ড বাবদ দুই মামলায় ১৭৪.৪৯০ কোটির দাবিনামা জারি করলে প্রতিষ্ঠানটি সময়ক্ষেপণ করে। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে হাইকোর্ট বিভাগে ৩০২৭/০৩ ও ৩০২৮/০৩ এর মাধ্যমে রিট মামলা করলে দাবিকৃত ভ্যাট আদায় ঝুলে যায়। পরবর্তীতে শুনানি শেষে হাইকোর্ট রিট দুটো খারিজ করে দেয়।

যমুনা গ্রুপ হাইকোর্টের রায়ের বিপক্ষে আপিল ডিভিশনে লিভ-টু-আপিল দায়ের করে ২০০৫ সালে। দীর্ঘদিন ধরে আপিল পিটিশন দুটি বিচারাধীন থাকায় ফাঁকিকৃত টাকা আদায় করতে পারেনি ভ্যাট কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এনবিআর মামলা দুটো নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিলে গত ১৬ মার্চ ২০১৬ চূড়ান্ত শুনানি শেষে ফুল বেঞ্চ সরকারের পক্ষে রায় দেয়া হয়। এই শুনানিতে ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, সরকারের পক্ষে এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও ডিএজি এস এম মনিরুজ্জামান যুক্তিতর্ক পেশ করেন।

যমুনা গ্রুপ কর্তৃপক্ষ মামলা দুটো বিলম্বিত করে ফাঁকিকৃত ভ্যাট আদায় স্থগিত রাখতে চেয়েছিল। এনবিআর সম্প্রতি কোর্টে ঝুলে থাকা মামলা নিষ্পত্তিতে বিশেষ উদ্যোগ নিলে যমুনা গ্রুপের এই দুটো মামলাও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সর্বশেষ ১৬ মার্চ ২০১৬ শুনানিতে সরকারের পক্ষে রায় নিষ্পত্তি হয়।

সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, চলতি অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে আদালতে ঝুলে থাকা মামলা নিষ্পত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বড় বড় মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে এটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে করে সরকারের রাজস্ব আদায়ে যেমন অগ্রগতি হবে, তেমনি কর ফাঁকিবাজদের কাছে বার্তা যাবে। রাজস্ব আদায়ে এনবিআর আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি সক্রিয় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এরোমেটিক কসমেটিক্সের বিরুদ্ধে দুটো মামলার

বিপরীতে প্রায় ১৭৪ কোটি টাকার ভ্যাট আদায় ঝুলে ছিল। আপিল ডিভিশনের সর্বশেষ শুনানিতে এনবিআরের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়েছে। এখন সরকারকে এই পাওনা টাকা দিতে হবে।

ভ্যাট আইন অনুযায়ী ভ্যাট পাওনা হওয়ার পর তা জমা না দিলে প্রতিমাসে ২% হারে সুদ দিতে হয়। বছরে ২৪% সুদ হিসেবে ১৭৪ কোটি টাকার উপর এই পাওনা হয়েছে। বর্তমানে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ এই পাওনার হিসেব করে তা আদায় করবেন। সুদসহ মোট পাওনার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা।

সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তিকৃত এই পাওনা টাকা সময়মতো পরিশোধ না করলে ভ্যাট আইন অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির বিধান আরোপ করা হবে। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আছে প্রতিষ্ঠান তালাবদ্ধ, ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ফ্রিজ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ করা। সরকারের পাওনা আদায় করতে ভ্যাট আইনের ধারা ৫৬তে এসব বিধান প্রয়োগের কথা বলা আছে।

প্রতিষ্ঠানটিতে হালাল সাবানসহ নানা ব্রান্ডের প্রসাধনী সামগ্রীর উপর প্রদেয় ভ্যাট ফাঁকির সাথে জড়িত থাকায় এই পাওনার সূত্রপাত হয়। ঢাকা উত্তর ভ্যাট কমিশনারের টিম ১ জুলাই ১৯৯৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত এবং ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০০০ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে এরোমেটিক কসমেটিক্স কতিপয় পণ্যের মূল্য ঘোষণা না দিয়ে, পণ্যের কম মূল্য দেখিয়ে এবং ভূঁয়া রেয়াত গ্রহণ করায় ভ্যাট ফাঁকির দুটো মামলা করেন। ভ্যাট কমিশনার ফাঁকির দায়ে অর্থদন্ডসহ মোট ১৭৪ কোটি টাকার দুটো দাবিনামা জারি করলে তা আদালতে দীর্ঘদিন ঝুলে ছিল। প্রতিষ্ঠানটি গাজীপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত। এর ভ্যাট নিবন্ধন নং ৫১৭১০০০৫৩০। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

বর্ণিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

২৭/০৬/২০২১

(সৈয়দ এ, মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপক,

বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।